Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 049-060
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সার-সংক্ষেপ *আলোচ্য প্রবন্ধে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে আরো স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট তথা সত্যিকার দরিদ্রমুখী করার জন্য একটি দারিদ্র্য শুমারি (Poverty Survey) সম্পন্ন করার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ন, চলমান জরিপ, একটি দারিদ্র্য শুমারির রূপরেখা, দরিদ্র পরিবার নির্বাচনের মানদন্ড এবং একটি দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের গুরুত্বের উপর বিশেষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ড় নাজুক। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে, দারিদ্র্য বিমোচন আজ দেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি মাথায় রেখে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহিত সকল কার্যক্রমকে দরিদ্রমুখী করার লক্ষ্যে একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে একটি দারিদ্র্য শুমারির সুবিধা এবং তা কার্যকরভাবে সম্পাদনে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

দারিদ্র্য বাংলাদেশের নির্মম বাস্তবতা। সামগ্রিক বিচেনায় দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, যোগাযোগ ও পরিবহন সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ফলে এসকল ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। ফরেন রিজার্ভ, রপ্তানি, রাজস্ব আদায়, শিল্পায়ন, প্রবৃদ্ধির হার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিগত বছরগুলোতে সফলতা এসেছে। প্রতি বছরই মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়ে চলছে। কিন্তু এতসব সফলতার ছোঁয়া এদেশের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম স্পর্শ করেনা। এদেশে এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তাদের সংখ্যা দ্রুত কমা উচিৎ ছিল তা কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি। প্রবৃদ্ধির হার মোটামোটি ভাল হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমেনি।

পরিতাপের বিষয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির চরম সফলতার এই যুগে এদেশের দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যা কত তা সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনা। দারিদ্র্য বিমোচনের একটি মৌলিক বিষয় হলো দরিদ্র

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ফেনী গার্লস্ ক্যাডেট কলেজ, ফেনী।

মানুষের প্রকৃত সংখ্যা জানা থাকা। দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের উদ্যোগের ঘাটতি না থাকলেও ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা না জানাটা দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে নীতিনির্ধারক, গবেষক, মিডিয়াকর্মী, দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে এই তথ্য থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছি এমন দাবী এমনকি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখার কথা বলা হলেও দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যা না জানা গোড়াতেই গলদের মত অবস্থা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশে শতকরা হারে দারিদ্র্য পরিমাপ বিভ্রান্তিকর। ২০০০ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরীর নিচে খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে) ছিল ৪৪.৩ শতাংশ ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪০.৪ শতাংশে। জনসংখ্যার বিচারে ২০০০ সালে মোট দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ ছিল ৫ কোটি ৫৮ লাখ যা ২০০৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫ কোটি ৬০ লাখে। আবার ২০০০ সালে চরম দারিদ্র্য (দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নিচে খাদ্য গ্রহন পরিমাপে) ছিল ২০ শতাংশ। ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৯.৫ শতাংশে। কিন্তু জনসংখ্যার বিচারে অনপেক্ষ দারিদ্র্য এর মত চরম দারিদ্র্যে অবস্থান কারী জনগণের সংখ্যা ২০০০ সালে ছিল ২ কোটি ৪৯ লাখ যা ২০০৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৭০ লাখে। বাংলাদেশ খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ২০১০ এর প্রাথমিক হিসেব মতে, ২০১০ এ দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ। এ তথ্য দেখিয়ে দারিদ্র্যের হার উলে-খযোগ্য পরিমাণ কমে এসেছে বলে সংশ্লিষ্টরা ফলাও করে প্রচার করছে। সংখ্যার বিচারে সত্যিকার অর্থে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে কী? দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ ধরে ৩১.৫% হারে মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠি ৫ কোটি ১৭ লাখ ৮৬ হাজার। ২০০৫ সালের তুলনায় এ সংখ্যা কম দেখালেও কাঙ্খিত পরিমাণ দারিদ্র্য কমে গেছে বলা যাবে কী? সুতরাং শতকরা হারে দারিদ্র্য পরিমাপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এতে দারিদ্র্যের হার কমে গেছে দেখানো সম্ভব হলেও বাস্তবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে।

দারিদ্র্য পরিমাপের ন্যায় এদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড নিয়েও অনেক বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আছে। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এদেশে প্রচুর অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট হয়। অদরিদ্ররা দরিদ্র সেজে দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। ফলে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে সকল পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে পয়লা নম্বর এজেন্ডা বিবেচনায় বিগত সব সরকারই কর্মসূচী গ্রহন করেছে এবং সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। তবুও বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনে চলমান কার্যক্রম আরো কার্যকর করা, নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থবহ কৌশল উদ্ভাবন করা, নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি দারিদ্র্য শুমারি (Poverty Survey) সম্পাদন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক) দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড আলোকপাত করা এবং সেই সব কর্মকান্ডের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা।

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন : দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি ৫১

খ) শুমারির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের তালিকা সম্বলিত জাতীয় পর্যায়ে একটি ডাটাবেজ তৈরী করে ওয়েব সাইটে তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।

গ) একটি পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য শুমারির সুবিধা এবং তা যথাযথ সম্পাদনের জন্য সুপারিশমালা তৈরী করা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ প্রকাশিত উৎস হতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার বিভিন্ন সংখ্যা, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, গবেষণা গ্রন্থ, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত কলাম, রিপোর্ট, ফিচার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নাজুক হলেও দেশের দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যা না জানা দুর্ভাগ্যজনক। দারিদ্র্যের দৃশ্যমান প্রতীক হচ্ছে অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীর্ণশীর্ণ বাসস্থান, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্ব অথবা আধা বেকারত্বে নিপতিত রুগ্ন-দুর্বল মানুষ। দারিদ্র্য এক ধরনের অবিচার। কেউই এমন জীবন বেছে নিতে চায়না। বরং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তির কারণেই এ ধরনের অভিশাপ নেমে আসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের জীবনে।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশে ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক শোষণের ভিত তৈরী করা হয়। বৃটিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী ছিল? অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে এব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বলে এদেশে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বাস্তব সত্য হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতটাই সুনিপূণভাবে প্রণয়ন করা হয় যার সুদূর প্রসারী প্রভাবে এদেশে সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর রচিত হয় এবং স্তরে স্তরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবধানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিভাজনেরও সৃষ্টি হয়। এই সাংস্কৃতিক বিভাজন থেকেই বিভিন্ন স্তরে স্তরে বিভেদ রচিত হয়। যার অনিবার্য পরিণতিতে হাজার বছরের ঐতিহ্য ভেঙ্গে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী নামে নতুন একটি শ্রেণী জন্ম লাভ করে। পাল্টে যায় পুরো সমাজচিত্র। একথা চরম সত্য হিসেবে মেনে নিতেই হবে যে, বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিজেদের সমাজ বিণির্মাণ করেছিল। আর আমাদের জন্য রেখে যায় মুখ থুবরে পড়া ছিন্নভিন্ন এক নতজানু ভঙ্গুর সমাজ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি বা চাইনি। স্বাধীনতার ৪০ বছরেও দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। ২০০৯ সালের ০৮ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদকে জানান, দেশে মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৪৫ লাখ। ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে UNIFPA 'র তথ্য মতে, দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ এবং এক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ দরিদ্র। সাধারণতঃ ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার থেকেই শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। মূলতঃ এরাই এদেশের দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষ। বলা হয়ে থাকে ৬ কোটি ৫০ লাখ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। কেউ কেউ মনে করেন এদের মধ্যে ৪ কোটির মত মানুষ একেবারেই ছিন্নমূল। এ বিশাল জনগোষ্ঠী যে কোন সময়ে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এক বিরাট হুমকি। এই দারিদ্র্য বাংলাদেশের এক ভয়াবহ সমস্যা। দারিদ্র্য সকল সমস্যাকে জিইয়ে রাখে এবং

চলমান সমস্যাগুলোকে আরো প্রকট করে তোলে। সুতরাং দারিদ্র্যের ভয়াবহতা অনেক গভীর। একজন দরিদ্র মানুষ মানেই অধিকার সচেতন তথা মানসিকভাবে সে স্বাবলম্বী নয়। দারিদ্র্যের বলয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য একজন মানুষের যতটুকু মানসিক স্বাবলম্বী হবার প্রয়োজন, সেটুকু অর্জন করার সুযোগ সে পায়না। দারিদ্র্যকে এক প্রকার মানসিক অনগ্রসরতা হিসেবে অবহিত করা যায়। দরিদ্র ঘরের এমন অনেক মা আছেন, যার ছোট্ট শিশু বাড়ীতে ফেরিওয়ালা এসেছে দেখে চকলেট খাওয়ার জন্য কান্না শুরু করে দিয়েছে। মা তখন স্বামীর মজুরির টাকায় কিনে আনা চালের বিনিময়ে ছেলেকে চকলেট কিনে দেয়। কিন্তু ঐ শিশুই যখন খাতা বা কলমের কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় স্কুলে যেতে পারেনা তখন তার এই মা খাতা বা কলম কেনার টাকা যোগাড় করে দিতে পারেনা। এমন মায়ের দেশে অভাব নেই। দারিদ্র্যই মানুষকে এমন অজ্ঞ, অসচেতন করে তোলে। নিজের পরিবার তথা সন্তানদের সুখ-শান্তি, স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের জন্য যেটুকু সচেতনতা থাকার প্রয়োজন আমাদের দেশে দরিদ্র পরিবারগুলোর সে সচেতনতা অর্জন করতে পারে না। আমাদের অগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা হলো আমরা তাদের সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে চাইনা বা চাইলেও সফলকাম হচ্ছি না। সুতরাং দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন অনেক দিক থেকে দরিদ্র মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ তথা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করতে হলে কেবল আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা নয় তাকে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে যোগ্য ও সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে। আর তাই দারিদ্র্য বিমোচন বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য বিমোচনের অতীত কর্মকান্ড বিবেচনা করলে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকালেই এর সত্যতা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাধীনতার পর পরই দারিদ্র্যকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচুর কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাতেই তার প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীনতার চার দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে অসংখ্য কর্মসূচী গৃহিত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এসকল খাতে কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য কি আদৌ কমেছে? উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে, দারিদ্র্য কমেছে কিন্তু কাঙ্খিত হারে নয়। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশে ১৬ কোটিরও অধিক মানুষ বাস করে যেখানে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র যারা মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল হতেই দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকটতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে- এখনো এর ব্যাপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report 2010 অনুযায়ী আয় দারিদ্র্যের দিক থেকে ২০০৮ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। এমন পরিস্থিতি অবলোকন করে গবেষণা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না যে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি কতটুকু নাজুক।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি যেমন নাজুক, তেমনি দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের ভাবনারও কমতি নেই। দারিদ্র্য নিরসনে প্রতিনিয়তই আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রধান লক্ষ্য বিবেচনা করেই ১৯৭৩-১৯৭৮ সালের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে ২ বছরের জন্য একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এরপর পর পর তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৫–১৯৯৭ এই দুই বছর Planned holyday ছিল। এরপর ১৯৯৭ সালে পঞ্চম-বার্ষিকী প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০০০ সালের জাতিসংঘের Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যকে প্রধান

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন : দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি ৫৩

সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দারিদ্র্য নিরসনে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশে Poverty Reduction Strategic Paper (PRSP) প্রণয়ন করা হয়। ২০০২ সালের মার্চ নাগাদ খসড়া এবং ২০০৫ সালের অক্টোবর নাগাদ পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র চূড়ান্ত করা হয়। পূর্ণাঙ্গ এ কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয়েছে Unlocking the Potential : National Strategy for Accelerated Poverty Reduction. ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ১ম PRSP বাস্তবায়ন শেষে ২য় পর্যায়ে PRSP বাস্তবায়নে হাত দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে Vision 2021 মাথায় রেখে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে অসংখ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে তার মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ৮০ টির অধিক কর্মসূচী, ক্ষুদ্রঋণ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্রদের সম্পৃক্তকরণ, কর্মসৃজন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও ক্ষুদ্র ঋণকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা ১৯৭৬ সালে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। এর আগে প্রাথমিক পর্যায়ে Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) এর Small Farmers Development Programme (SFDP) এর মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক সহ অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও গবেষণা সহ অসংখ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়িত এসব কর্মসূচী নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সরকারি পর্যায়ে প্রতিটি কর্মসূচী বাস্তবায়নে দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক বিবেচনায় সুযোগ প্রদান, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দরিদ্র সেজে অদরিদ্রদের সুযোগ নেয়া এরকম অসংখ্য অভিযোগ আছে। গত ১১ জানুয়ারী, ২০১০ পাবনার সুজানগরে উন্নয়ন সমন্বয় ও আইন শৃংখলা কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এ কে খন্দকার বলেছেন, দেশের ৪০ ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। এসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া হয়। কিন্তু দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নেওয়া এসব প্রকল্প থেকে নেতা কর্মীরা টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। ০৩ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ভিজিএফ আর দুর্নীতি যেন সমার্থক, দেবীদ্বারে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার, গফর গাঁওয়ে মেম্বার আত্মগোপনে, উখিয়ায় সড়ক অবরোধ। আইরিন খান মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন যা বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। সম্প্রতি তাঁর লেখা ‘‘The Unheard Truth : Poverty and Human Rights’’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বলা হয় ধনীরা গরীব মানুষের সব সম্পদ কুক্ষিগত করছে।এভাবে অগণিত নজির পাব যেখানে অদরিদ্ররা দরিদ্র সেজে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহিত কর্মসূচীগুলোর সুফল লুফে নেয়। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে যেসকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় সেগুলোর অধিকাংশই সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নয়। এনজিও গুলো দারিদ্র্য বিমোচনে নিবেদিত হয়ে নিরলস কাজ করে চলছে– এই দোহাই দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের এত সব কেবল কাগজে কলমে। বাস্তবে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে এরকম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না।

এনজিওগুলোতেও অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। বিগত ০৯ এপ্রিল, ২০০৯ সমকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এনজিও ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী গত সাত বছরে এনজিওর মাধ্যমে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা দেশে এসেছে। দেশের দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে, দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে এনজিওগুলো এই বিপুল অর্থ দেশে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই টাকা কোথায় ব্যয় হচ্ছে সে বিষয়ে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয় বলা হলেও বাস্তবে দরিদ্রদের নয়, রিটার্ন কত দ্রুত আসবে সে বিবেচনাতেই ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রের নামে অদরিদ্ররাই ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা পায়। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী মূল্যায়নে দেখা যায়, যত না দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয় প্রচারণা পায় তার চেয়ে অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দরিদ্র মানুষ প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়তই। সুতরাং এ মুহূর্তে সবার আগে প্রয়োজন Socio-Economic এবং Socio-Political সংস্কার। আজকের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচনের ভাবনায় অতীতে কেন দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্খিত সাফল্য পাইনি তা খুঁজে বের করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করেই তবে নতুন করে কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। আর তাই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডকে যুযোপযোগী, বাস্তবসম্মত তথা কার্যকর করতে চাইলে দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের কোন বিকল্প নেই।

৫. চলমান শুমারি জরিপ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার নির্ধারণের জন্য খানা ব্যয় জরিপ-HES পরিচালনা করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে সর্ব প্রথম খানা ব্যয় জরিপ পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ এই জরিপ চালানো হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake-DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরীর নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরীর নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard-core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ২০০০ ও ২০০৫ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non- Food) ভোগ্য পণ্য অনন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি চার বছরে একবার খানা জরিপ পরিচালনা করে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি নির্ণয় করে থাকে। দারিদ্র্যাবস্থা বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণের জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ (Poverty Monitoring Survey-PMS) চালু করা হয়। সর্বশেষ দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ মার্চ ২০০৪ সালে পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতিতে একটি দারিদ্র্য রেখা বিবেচনা করা হয়। দারিদ্র্য রেখা একটি সমাজের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য জীবন যাত্রার মান নির্দেশ করে। বস্তুত: এই রেখার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয় যার একাংশ গরীব এবং অপর অংশ গরীব নয়। যখন কোন ব্যক্তি গরীব বলে চিহ্নিত হয় তার অর্থ হচ্ছে তার জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্য রেখা দ্বারা নির্দেশিত ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে কম। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচলিত এই পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে একেবারেই সাদামাটাভাবে আলাদা একটি দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটি হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের খানা ভিত্তিক তালিকা। এক্ষেত্রে ১৮ বছরের অধিক বয়সের প্রতিটি মানুষের আলাদা নম্বরের জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর প্রদান করে একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন : দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি ৫৫

ওয়েবসাইটে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। অবশ্য দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তালিকা প্রণয়ন করে দরিদ্রদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। যেমন– ফেয়ার প্রাইস কার্ড, বর্গাচাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদানে তালিকা তৈরী করে কার্ড প্রদান করা হয়। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এবং ভিক্ষুক জরিপের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নানা জটিলতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছেনা বলে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে বিতর্ক তুমুল পর্যায়ে গেলে ভিক্ষুক জরিপ শুরু হয়। এছাড়া দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানে সবচেয়ে বড় প্রকল্প নেয়া হয়েছে স্মার্ট কার্ড বিতরণে। এতে ৪ কোটি দরিদ্র মানুষের তালিকা প্রণয়ন করে ৭৫ লাখ দরিদ্র পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এভাবে খন্ড খন্ড ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন জরিপ বা তালিকা প্রণয়ন হচ্ছে। কিন্তু প্রস্তাবিত শুমারি জরিপটি হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ যা প্রণয়নে সক্ষম হলে বার বার জরিপের কাজে হাত দিতে হবে না।

৬. দারিদ্র্য শুমারির রূপরেখা

জরিপ কাজটি সম্পাদনে সর্বোচ্চ ৬ মাস সময় ব্যবধানে একটি স্পষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জরিপ কাজটি হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ যার দ্বারা সারা দেশের দরিদ্র মানুষের তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এর মাধ্যমে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক দরিদ্র মানুষের প্রতিটি পরিবারের পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল তৈরী করা হবে এবং একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে ওয়েব সাইটে তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে যাতে করে দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিবার নির্বাচনের পথ সহজতর হয়। সেই সাথে গবেষক, নীতি নির্ধারক, মিডিয়াকর্মী, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে কোন গবেষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ সম্ভবপর হয়। ওয়েব সাইটটি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে একজন মানুষ চাইলে ঘরে বসেই যেন মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চাষারা ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের কতগুলো দরিদ্র পরিবার আছে তা জানতে পারে। সেই সাথে পরিবারের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ, জমির পরিমাণ, ছেলে মেয়ের সংখ্যা, স্কুলগামী ছেলে মেয়ে, প্রতিবন্ধী, শিশু শ্রমিক আছে কি না ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জরিপ কাজটি দুইটি স্তরে ভাগ করে সম্পাদন করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/মেম্বারদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পৌর মেয়রের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে পাঠাতে পারে। এলক্ষ্যে কাউন্সিলর/মেম্বারদের সহযোগিতা করার জন্য প্রশিক্ষিত দু'জন জরীপ কারীকে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এরা কাউন্সিলর/মেম্বারদের সাথে একত্রে কাজ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করবে। জরিপকারী নির্বাচনে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক আরেকটি তালিকা প্রণয়নে এনজিও প্রতিনিধি, প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক প্রতিনিধি একত্রে কাজ করবে। এদু'টি তালিকা পাওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে যাচাই বাছাই করে একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন করবে। তালিকায় গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়ন থেকে উচ্চ শিক্ষিত একাধিক ব্যক্তি, জন প্রতিনিধি, মিডিয়া কর্মী, এনজিও কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তালিকা প্রণয়নের পর পরিচয় পত্র তৈরীর কাজ করতে হবে। এভাবে একটি রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলার আলাদা আলাদা ডাটাবেইজ তৈরী করে তা ওয়েব সাইটে তুলে ধরতে হবে। আঠারো বছরের উর্ধ্বে প্রতিটি মানুষের জাতীয় পরিচয় পত্রের আলাদা নম্বর প্রদান করতে হবে। যত সুন্দর ও নির্ভুল ভাবে জরিপ কাজটি সম্পাদন করা যাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ততই ত্বরান্বিত হবে। মোট কথা জরিপের সফলতার উপর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর সফলতা নির্ভর করবে।

দরিদ্র মানুষ নির্বাচনে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অদরিদ্ররা যেন কোন অবস্থাতেই এই তালিকায় না আসে এবং সেই সাথে দরিদ্ররা যেন কোন অবস্থাতেই বাদ না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দরিদ্র হিসেবে শ্রমজীবি মানুষকেই নির্বাচন করতে হবে। শ্রমজীবি মানুষ বলতে শ্রম বিক্রয়ই যার আয়ের প্রধান উৎস যার উপর স্ত্রী, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে সহ পুরো পরিবার নির্ভর করে তাকেই বুঝাবে। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কোন চাকুরীজীবি সদস্য নাই, জমি জমা নাই, থাকলেও বসত বাড়ীর জন্য সামান্য জমি যা .৪৯ শতকের উর্ধ্বে নয়, স্বচ্ছলভাবে চলার মত গরু- ছাগল, হাঁস-মুরগীর ফার্ম নেই। গাছ- গাছালি বা অন্য কোন সম্পদ নেই এমন মানুষ- শ্রম বিক্রয়ই যার একমাত্র আয়ের উৎস। একেবারে অসহায় যেমন- বিধবা মহিলা, অনাথ, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, স্ত্রী সন্তানহীন বৃদ্ধ পুরুষ অথবা মহিলা, শিশু শ্রমিক আছে এমন পরিবারগুলোকে তালিকার প্রথমে রাখা যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ .৪৯ শতকের কম এমন অনেক পরিবার আছে যেগুলোতে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চাকুরী করেন, ব্যবসা আছে, ব্যাংকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা গচ্ছিত আছে, পরিবারের কেউ প্রবাসে থাকেন এমন পরিবার তালিকায় রাখা যাবে না।

৭. দারিদ্র্য শুমারি কেন?

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে ভূমি মন্ত্রী মোঃ রেজাউল করিম হীরা জাতীয় সংসদকে জানান, দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৩১ লাখ ৯৯ হাজার ২৮১টি। আর এসব পরিবারের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৪৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬৪ জন। এ তথ্য বিভিন্ন সময়ে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেন্সাস কমিশনার স্যার টমাস মনরোর মতানুযায়ী বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে ভূমিহীন দরিদ্র শেণী নামে একটি নতুন শ্রেণীর পথচলা শুরু হলে দিনে দিনে এর সংখ্যা বেড়েই চলছে। বর্তমানে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা উল্লেখিত তথ্যের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে এই তথ্য বিভ্রান্তিমূলক। একটি দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের মাধ্যমে এধরনের বিভ্রান্তি সহজেই রোধ করা সম্ভব।

দরিদ্র মানুষের জন্য প্রদত্ত সুবিধাগুলো প্রকৃত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য দারিদ্র্য শুমারির বিকল্প নেই। একটি সুন্দর জরিপ সম্পাদন করতে পারলে দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকাংশে কমে যাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর গবেষণা সম্পাদন, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের পথ প্রশস্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬ শতাংশ। দরিদ্র মানুষের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার কত? এই বিষয়ে কেউ গবেষণা করতে চায়। তালিকা থাকলে এমন গবেষণা সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব। দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, তথ্য ও প্রশাসনিক সেবা, মানবাধিকার, পরিবেশ সচেতনতা সহ যে কোন বিষয় গবেষণা সম্পাদন সহজতর হবে। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচী সত্যিকার দরিদ্র মানুষের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা যাবে। এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করে থাকে। জরিপ কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হলে প্রকৃত দরিদ্ররাই এসুবিধা পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা সহজ হবে। অনুরূপভাবে কর্মসৃজন প্রকল্পের মত অসংখ্য প্রকল্পের সুবিধা সত্যিকার দরিদ্ররা পাচ্ছে কিনা যাচাই করা সম্ভব হবে। তদুপরি দরিদ্র মানুষের জন্য প্রদত্ত সুবিধা প্রদানে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম হলেও তালিকা অনুযায়ী যদি প্রদান করা হয় তাহলে প্রকৃত দরিদ্ররাই তা পাবে। সুতরাং সত্যিকার দারিদ্র্য বিমোচন করতে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়তে তথা দুর্নীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দারিদ্র্য শুমারির প্রয়োজনীয়তা আজ সবচেয়ে বেশী।

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন : দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি ৫৭

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে এ শুমারি সম্পাদন করা মোটেও কঠিন কাজ হবে না। দেশে অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৮৬ সালের ভোটার বিহীন জাতীয় নির্বাচনে দেখা গেছে প্রিজাইডিং অফিসাররা ভোটার না পেয়ে লোকজন ডেকে এনে একজনকে দিয়ে ডান হাত বাম হাতে টিপ দিয়ে দুই তিন শ ভোট কাস্ট করেছেন। বর্তমান বাস্তবতায় তা কি সম্ভব? পরিবর্তন এসেছে পরীক্ষার নকল প্রবণতায়। আশির দশকের শেষ দিকে মফস্বল শহর গুলোতে এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষায় দেখা যেতো পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসত। গণিত ও ইংরেজী বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখে যে যার মত পছন্দের পরীক্ষার্থীকে পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে দিয়ে আসত। পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করতো। বর্তমানে এই দৃশ্য চিন্তা করা যায় কী? রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা সহ এমন অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে যা আশা ব্যঞ্জক। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে Outsourcing এর ৩০ টি দেশের তালিকায় এসে গেছে। এমতাবস্থায় দরিদ্র মানুষের তালিকা প্রণয়ন মোটেও কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছা এবং একটি কার্যকর উদ্যোগ। তা সম্ভব হলে দরিদ্র মানুষদের সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের ধারাকে গতীশীল করে Sustainable Development অর্জন করা সম্ভব।

৮. সুবিধা সমূহ

১. দরিদ্র মানুষকে বিভিন্ন সুবিধা দিতে কার্ড প্রদানে তালিকা প্রণয়নের বিধান চালু আছে। যেমন :- ফেয়ার প্রাইস কার্ড, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি। দারিদ্র্য শুমারি সঠিক ভাবে সম্পাদন করা গেলে জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এতে আলাদা তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না।

২. দরিদ্র মানুষকে বিভিন্ন সুবিধা দিতে খন্ড খন্ড জরিপ করা হয়। যেমন- ভিক্ষুক জরিপ, স্মার্ট কার্ড প্রদানে জরিপ ইত্যাদি। দারিদ্র্য শুমারি করা গেলে এসকল খন্ড জরিপের প্রয়োজন হবে না। এতে করে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হবে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রকৃত দরিদ্রদের জন্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৪. দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকৃত দরিদ্র মানুষের জন্য পরিচালনা করা সহজ হবে।

৫. CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সহজতর হবে।

৬. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রকৃত দরিদ্র মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৭. দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচীর সুফল প্রকৃত দরিদ্র মানুষ পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা যাবে।

৮. উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ মুখে যে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলে চলছেন, দারিদ্র্য শুমারির মাধ্যমে তা নিরূপণ সম্ভব হবে এবং এই বৈষম্য নিরসনে কার্যকর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যাবে।

৯. প্রকৃত ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের পথ সুগম হবে।

১০. বর্তমান প্রচলিত দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতিতে শতকরা হারে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতি যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এতে দেখা যায়, নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য কমে গেলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেনি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দরিদ্র দেশে দারিদ্র্য সংখ্যার বিচারেই হওয়া উচিৎ। দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করা গেলে দেশের প্রকৃত দারিদ্র্য পরিস্থিতি জানা যাবে। একই সাথে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক পুরো তালিকা ওয়েবসাইট থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।

১১. দরিদ্র মানুষের সংখ্যা নিয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করে তা দূর করা যাবে।

১২. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণ তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানবাধিকার ইত্যাদি মানদন্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থান জানা যাবে। দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন গবেষণা করা সহজ হবে, সেই সাথে শিক্ষার হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সহ বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করা সম্ভব হবে।

১৩. দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তব ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়নকৃত সকল কর্মসূচীকে যথাযথ সম্পাদন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে তা দারিদ্র্য বিমোচনে একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

১৪. দারিদ্র্য শুমারি সম্পন্ন হলে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে দারিদ্র্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা সহজতর হবে। যেমন প্রতি ৫ বছর বা ১০ বছর পর দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ল না কমলো শুমারি করে তা যাচাই করা যাবে।

১৫. দেশের সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মানুষেরা বাজেট তৈরীতে তাদের অধিকারের বিষয় যুক্ত করতে এবং বাজেট বাস্তবায়নের সুবিধা ভোগ তথা উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রকৃত দরিদ্রদের সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হবে।

১৬. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত করা সহজ হবে।

১৭. দরিদ্র সেজে অদরিদ্ররা দরিদ্রদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাগুলো ভোগের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে।

৯. সুপারিশমালা

একটি সুন্দর, যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদনের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে, তত দ্রুত শুমারি কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

২. শুমারি কাজটি সম্পাদনে দরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে করে সারা দেশের দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সম্পৃক্ত করে তাদের পারিশ্রমিক প্রচলিত হারের চেয়ে বেশী নির্ধারণ করে প্রদান করতে হবে।

৩. দারিদ্র্য শুমারিটি যেন নিখুঁত ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের সফলতা একটি সফল শুমারির উপর নির্ভর করছে – এ বিষয়টি মাথায় রেখেই শুমারি কাজটি সম্পাদন করতে হবে।

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন : দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঃ সবার আগে প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য দারিদ্র্য শুমারি ৫৯

১০. শেষ কথা

দারিদ্র্য বিমোচনে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর শেষ নেই। উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতি বছর অসংখ্য কর্মসূচী দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু কর্মসূচীর তুলনায় দারিদ্র্য বিমোচনের হার একেবারে নেই বললেই চলে। অধিকন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের নামে প্রচুর দুর্নীতি, লুটপাট ও অনিয়মের চিত্র প্রায় প্রতিনিয়তই বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। একটি সফল দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করে সত্যিকার দারিদ্র্য বিমোচনের প্রাথমিক ভিত প্রতিষ্ঠা করতে পারি। দারিদ্র্য বিমোচন ব্যতীত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে তথা Vision 2021 বাস্তবায়নে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠনে দারিদ্র্য শুমারির প্রয়োজনীয়তা আজ সবচেয়ে জরুরী।

References

1. Ahmed Alauddin, Hasan Md. Kamrul : MIGRATION AND RURAL LABOUR MARKET SITUATION, A survey of Two Villages in Bangladesh, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), December, 1998.
2. Ahmed Md. Muzaffar, Hasan Faruq : "Agriculture and food Security in Bangladesh : How Climate Change Affects the Extreme Poor?", *Bangladesh Journal of Political Economy*, Bangladesh Economic Association, VOLUME 25, NUMBER 1& 2, 2009.
3. Barakat Abul : "Poverty Reduction through Energy Service- Challenges towards Millenium Development Goals", *Bangladesh Journal of Political Econ*omy, Bangladesh Economic Association, VOLUME 24, NUMBER 1& 2, DECEMBER 2008.
4. Internet. www.bdresearch.org.bd
5. Khan Irene : *The Unheard Truth : Poverty and Human Rights*, AMNESTY International, October, 2009.
6. Mandal M. Solaiman : "Growth Instability and Inequality : The Case of Bangladesh", BANGLADESH ARTHONITHI SAMITY SAMOYIKI-2010.
7. Noman A.N.K. : "Implementation of Poverty Reduction Strategies (PRS) in Bangladesh : Some Comments", *Bangladesh Journal of Political Economy*, Bangladesh Economic Association, VOLUME 23, NUMBER 1& 2, 2006.
8. Sobhan Rehman: *Challenging The Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive Development in South Asia*. Sage Publications India Pvt. Ltd. September, 2010.
9. উমর বদরুদ্দীন : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
10. উদ্‌দীন মুহাম্মদ জসীম : *বাংলাদেশের পাথর শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা*, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ্‌স বাংলাদেশ, অক্টোবর, ২০০৬।
11. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আগামীর পথে অভিযাত্রা : একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৯ জুন ২০১১।
12. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
13. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
14. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
15. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি : বাংলাপিডয়া খন্ড ৪, ২০০৪।
16. মুজেরী, মোস্তফা কামাল : *"দারিদ্র্যের পরিমাপ পদ্ধতি ও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রবণতা, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"*, রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান(বিআইডিএস), অক্টোবর, ১৯৯৭।
17. রহমান, আতিউর এবং আরিফুর : *"দারিদ্র বিমোচনঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা"*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঊনবিংশখন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
18. সমকাল, প্রথম আলো, The Daily Star, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
19. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) : *বাংলাদেশ রূপকল্প ২০১১*, আগস্ট ২০০৭।